তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ ১) জনাব বিপ্লব কর্মকার
২) জনাব বিজয় কর্মকার
উভয়ের পিতা-সুভাস চন্দ্র কর্মকার
গ্রাম-জাওড়া, পোষ্ট-বিপুলাসার
থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ নূর আলম
উপ-সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৯-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী (১) জনাব বিপ্লব কর্মকার ও (২) জনাব বিজয় কর্মকার ২৬-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মুহাম্মদ নূর আলম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **১৬ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখ পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বর্গীয় জগতজ্যোতি দাস বীরবিক্রমকে নিয়ে যেসব বীরত্বগাঁথা ও ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রচার করা হয়েছিল তার কপি (অডিও ফাইল, সিডিতে/ডিভিডিতে কপি করে)।**

২) **স্বাধীন বাংলাদেশে শুধু সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হবে মর্মে এমন কোন সরকারী সার্কুলার জারি হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে তার ফটোকপি, না হয়ে থাকলে কোন সার্কুলার জারি করা হয়নি মর্মে প্রত্যয়নপত্র।**

৩) **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী ও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বর্গীয় শ্রী জগতজ্যোতি দাস বীরবিক্রমকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব (যা পরবর্তীতে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়) দেয়ার ঘোষনা দেয়া হয়েছিল কিনা?**

৪) **১৬ নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বর্গীয় শ্রী জগতজ্যোতি দাস বীরবিক্রমকে প্রতিশ্রুত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব (যা পরবর্তীতে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়) না দেয়ার ঘোষণা/সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে সেই ঘোষণার কপি।**

৫) **আজ অস্থায়ী সরকার ঘোষিত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বর্গীয় শ্রী জগতজ্যোতি দাস বীরবিক্রমকে প্রতিশ্রুত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করতে সরকারের বাধাগুলো কি কি?**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-১২-২০১৪ তারিখে জনাব মোঃ বাবুল মিয়া, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-০১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিপ্লব কর্মকার হাজির, কিন্তু জনাব বিজয় কর্মকার গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মুহাম্মদ নূর আলম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের দপ্তরে সংশ্লিষ্ট তথ্য নেই মর্মে তাকে অবহিত করেছেন।

০৬। উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তাদের কার্যালয়ে নেই মর্মে অবগত করা হয়েছে।

০৭। সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেতার ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর কার্যালয়ে সংরক্ষিত না থাকায় তা সরবরাহ করতে পারেননি। কিন্তু প্রার্থীত ১ ও ৩ নং ক্রমিকের তথ্য বাংলাদেশ বেতার এবং ২, ৪ ও ৫ নং ক্রমিকের তথ্য প্রতিরক্ষা/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল থেকে পাওয়া যেতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেতার ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে সংগ্রহ করে সরবরাহের নিমিত্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন মর্মে জানালে অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০২-০৩-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেতার ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে সংগ্রহ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো। উল্লিখিত সংস্থাসমূহে যাচিত তথ্য সংরক্ষিত না থাকলে অপারগতার নোটিশ দিয়ে আবেদনকারীকে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]